



৭-সূরা আল আ'রাফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ লাম মীম সাদ ।

الْقَصَصِ ②

৩। (ইহা) এক মহা গ্রন্থ, যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে । অতএব ইহার কারণে তোমার বন্ধে; যেন কোন প্রকার সংকীর্ণতার সৃষ্টি না হয় — যেন তুমি ইহার দ্বারা (মানবজাতিকৈ) সতর্ক কর; বস্তুতঃ ইহা মো'মেনগণের জন্য মহা উপদেশ স্বরূপ ।

كَيْتَبُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِيُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ③

৪। তোমরা উহার অনুসরণ কর যাহা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে নাযেল করা হইয়াছে এবং তিনি বাতীত অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না । তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর ।

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونِهِ أُولَئِكَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ④

৫। এবং কত জনপদ এমন যাহা আমরা ধ্বংস করিয়াছি ! এবং আমাদের শাস্তি ইহার উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিকালে অথবা দুপুরে যখন তাহারা ঘুমাইতেছিল ।

وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ هَمَّكُنَّ بِجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ⑤

৬। সূতরাং যখন তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি আসিয়াছিল, তাহাদের চিৎকার ইহা বাতীরেক আর কিছু ছিল না যে তাহারা বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম ।'

فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑥

৭। এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যাহাদের নিকট (রসুলগণ) প্রেরিত হইয়াছিল এবং আমরা অবশ্যই রসুলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব ।

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ⑦

৮। অতঃপর, আমরা অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতে তাহাদিগকে (তাহাদের কার্যকলাপের) তথ্য বর্ণনা করিব এবং আমরা কখনও অনুপস্থিত ছিলাম না ।

فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ⑧

৯। এবং সেই দিনে ওজন হইবে নিশ্চিত সত্য । অতএব, যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে ।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ بِالْقِسْطِ نَقُوتُ موازينه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑨

১০। এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহারা ই নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, কেননা তাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহের প্রতি অন্যায়চরণ করিত।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلُمُونَ ﴿١٠﴾

১১। এবং আমরা নিশ্চয় তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য ইহাতে জীবিকা নির্বাহের উপরকরণসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ
فَلَوْلَا مَا تَشْكُرُونَ ﴿١١﴾

১২। নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছি, অতঃপর আমরা ফিরিশ্তাদিগকে বলিয়াছি, 'তোমরা আদমের আনুগত্য কর', ইহাতে তাহারা সকলে আনুগত্য করিল, ইবলীস বাতিরেকে, সে আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لَادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا الْإِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٢﴾

১৩। তিনি বলিলেন, 'যখন আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, তখন আনুগত্য করিতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়াছিল?' সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আশুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।'

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ
خَلْقِكَ مِنْ نَارٍ وَخُلِقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٣﴾

১৪। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি দূর হইয়া যাও এখান হইতে, এখানে অহংকার করা তোমার জন্য ঠিক নহে। সূতরাং তুমি বাহির হইয়া যাও; নিশ্চয় তুমি লাস্তিতাদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ
إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٤﴾

১৫। সে বলিল, 'সেই দিবস পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।'

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٥﴾

১৬। তিনি বলিলেন, 'তুমি নিশ্চয় অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٦﴾

১৭। সে বলিল, 'যেহেতু তুমি আমাকে বিভ্রান্ত সাবাস্ত করিয়াছ, এই জন্য আমি অবশ্যই তাহাদের অপেক্ষায় তোমার সরল-সুদৃঢ় পথে বসিয়া থাকিব;

قَالَ فِيمَا آغَاوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ
الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٧﴾

১৮। অতঃপর আমি অবশ্যই তাহাদের নিকট আসিব— তাহাদের সম্মুখ হইতে এবং তাহাদের পশ্চাত হইতে এবং তাহাদের ডানদিক হইতে এবং তাহাদের বাম দিক হইতে; এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না।'

ثُمَّ لَا يَنبَغِي لَهُمْ أَنْ يَدِينَهُمْ مَنْ خَلَفَهُمْ
وَعَنْ آيَاتِهِمْ وَعَنْ شِعَابِ لَهُمْ وَلَا يَجِدُوا لَهُمْ
شُكْرِينَ ﴿١٨﴾

১৯। তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে আমি নিশ্চয় তোমাদের সন্ধানের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করিব।'

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَّدْحُورًا لَّنْ يَتَّبِعَكَ مِنْهُمْ لَا مَلَأَتْ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

২০। 'এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জাহান্নাতে বসবাস কর এবং তোমরা যথেষ্ট আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকট যাইও না, অন্যথায় তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ كُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

২১। কিন্তু শয়তান তাহাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যেন সে (শয়তান) তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী, যাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়, এবং সে বলিল, 'তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে শুধু এই জন্য নিষেধ করিয়াছেন যেন তোমরা উভয়ে ফিরিশ্তা হইয়া না যাও অথবা অমর হইয়া না যাও।'

فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَابِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝

২২। এবং সে তাহাদের নিকট কসম খাইল (এই বলিয়া) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের জন্য হিতাকাংক্ষী।'

وَقَاَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَنَاصِحٌ حَقٌّ ۝

২৩। অতঃপর, সে ধোকা দিয়া উভয়কে পথচ্যুত করিল। অতঃপর, যখন তাহারা ঐ বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং তাহারা উভয়েই জাহান্নাতের পাতাসমূহের দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে (এই বলিয়া) ডাকিলেন, 'আমি কি তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করি নাই এবং তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?'

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَابُهُمَا وَطَفَفَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرِّيِّ الْجَنَّةِ تَوَادُّهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ يَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

২৪। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রাণের উপর অত্যাচার করিয়াছি এবং তুমি যদি আমাদের দ্বারা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

قَالَا رَبَّنَا ظَنَّمَا أَنْفُسُنَا أَنَّا صَالِحُونَ لَمْ نَجْعَلْ لَنَا وَتَرَحُّمًا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

২৫। তিনি বলিলেন, 'তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও, তোমাদের কতক কতকের দুষ্মন হইবে এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) কাল পর্যন্ত এই পৃথিবীতে

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

বসবাসের স্থান ও জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) রাখিয়াছে ।'

২৬। তিনি (পুনরায়) বলিলেন, 'তোমরা ইহাতে জীবন ধারণ করিবে এবং এখানেই তোমরা মৃত্যু বরণ করিবে এবং এখান হইতে তোমাদিগকে বাহির করা হইবে।

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক নাখেন করিয়াছি, যাহা তোমাদের লজ্জাস্থান সমূহকে আবৃত করে এবং (যাহা) সৌন্দর্য স্বরূপ; কিন্তু তাকওয়ার পোশাক উহা সর্বোত্তম। ইহা আল্লাহর আদেশাবলীর অন্যতম যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْوِيْ سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَيَسُوْ الثَّقَوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّكَ مِنْ اٰتِىَ اللّٰهُ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। হে আদম সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদিগকে বিপথগামী না করে, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে জন্মাত হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল, সে উভয়ের নিকট হইতে তাহাদের পোশাক হরণ করিয়াছিল যেন তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থানগুলিকে দেখাইয়া দেয়। নিশ্চয় সে এবং তাহার গোত্র তোমাদিগকে এমন স্থান হইতে দেখে যেখান হইতে তোমরা তাহাদিগকে দেখ না। নিশ্চয় আমরা শয়তানদিগকে উহাদের বন্ধু করিয়া দিয়াছি যাহারা ঈমান আনে না।

يَبْنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰوٰىكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَزْعُمُ عَنْهُمْ لِبَاسَهُمْ لِيُرِيَهُمْ سَوَاتِيَهُمْ اِنَّهُ يَرَكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَّاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং যখন তাহারা কোন অল্লীল কাজ করে, তখন তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ আমাদিগকে ইহারই আদেশ দিয়াছেন।' তুমি বল, 'আল্লাহ কখনও অল্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বল যাহা তোমরা জান না?'

وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاَحْسَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْنَا اٰوٰىنَا وَ اللّٰهُ اَمْرًاۢ بِهَا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ اتَّعُوْذُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। তুমি বল, 'আমার প্রভু ন্যায়-বিচারের আদেশ দিয়াছেন। এবং (আরও যে,) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় মনযোগ নিবদ্ধ কর এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে দীনকে বিস্মৃত করিয়া কেবল তাঁহাকেই ডাক। যেভাবে তিনি তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইভাবে তোমরা (তাঁহার পানে) ফিরিয়া যাইবে।

قُلْ اَمْسِرْنِيْ يٰ اَقْبَضُ وَاَقْسِطْ وَاَقْبِضُوْا وَجْهَكُمْ جَنْدِلُ مَسْجِدٍ وَّاَدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هٰذَا كَمَا بَدَا لَكُمْ تَعُوْذُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। একদলকে তিনি হেদায়াত দিয়াছেন, কিন্তু আর একদল আছে—তাহাদের জন্য পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া শয়তানদিগকে বন্ধু বানাইয়া লইয়াছে এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে।

فَرِيقًا هٰذِيْ وَ فَرِيقًا حَتّٰى عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ اِنَّهُمْ اَتَّخَذُوا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَّاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় সৌন্দর্য অবলম্বন কর, এবং আহার কর এবং পান কর, কিন্তু অপব্যয় করিও না, কারণ তিনি অপব্যয়-কারীগণকে ভালবাসেন না।

৩
(৬)
১০

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহর সৌন্দর্য (-এর বস্তু সমূহ)কে, যাহা তিনি নিজ বান্দাগণের জন্য উৎপন্ন করিয়াছেন এবং (তাঁহার প্রদত্ত) জীবনোপকরণ হইতে পবিত্র বস্তুগুলিকে কে হারাম করিয়াছে?' তুমি বল, 'এই সকল এই দুনিয়ার জীবনেও মু'মেনগণের জন্য (এবং) বিশেষভাবে কিয়ামতের দিনেও (তাহাদের জন্যই)।' এইভাবেই আমরা জানী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি।

৩৪। তুমি বল, 'আমার প্রভু হারাম করিয়াছেন— শুধু অশ্লীল কাজকর্মকে উহা প্রকাশাই হউক বা গোপন এবং পাপকে ও অন্যায়ভাবে বিদ্রোহকে এবং ইহাকে যে, তোমরা আল্লাহর সহিত কোন বস্তুকে শরীক কর যাহার জন্য তিনি কোন দলিল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই এবং ইহাকেও যে, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা বল, যাহা তোমরা জান না।'

৩৫। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, অতএব যখন তাহাদের সময় আসে তখন তাহারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকিতে পারে না কিংবা ইহার আগ্রে বাড়াইতে পারে না।

৩৬। হে আদম সন্তানগণ! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ আসিয়া তোমাঙ্গিকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায়, তখন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিবে এবং সংশোধন করিবে সেক্ষেত্রে তাহাদের জন্য না কোন ডয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

৩৭। কিন্তু যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়— ইহারা ই আঙনের অধিবাসী, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

৩৮। অতএব, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে, যে মিথ্যা রচনা করিয়া আল্লাহর প্রতি আরোপ করে, অথবা তাঁহার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? তাহারা এমন লোক যাহারা তাহাদের আমলনামা হইতে নির্ধারিত (শাস্তির)

يَبْقَىٰ أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٢﴾

قُلْ مَنْ حَزَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الزَّيْنِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالنَّفْيَ بَعِيدَ الْبَحْثِ وَأَنْ تَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٥﴾

يَبْقَىٰ أَدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَخَسِبَ أَتَقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٦﴾

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٧﴾

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ حَتَّىٰ

অংশ পাইতে থাকিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের নিকট আমাদের ফিরিশ্তাগণ তাহাদের প্রাণ বাহির করিবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে, তাহারা বলিবে, 'উহারা কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আশ্রয় দিয়া থাকিতে?' তাহারা বলিবে, 'তাহারা আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে।' এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা কাকের ছিল।

৩৯। তিনি বলিবেন, 'তোমরা গিয়া আগুনের মধ্যে জিন্ম ও ইনসানের প্র সকল জাতির মধ্যে প্রবেশ কর, যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে।' যখনই কোন জাতি আগুনে প্রবেশ করিবে, তখনই তাহারা তাহাদের ভগ্নীকে (পূর্ববর্তী জাতিকে) অভিসম্পাত করিবে যে পর্যন্ত না সকল জাতি উহাতে পর্যায়ক্রমে পৌছিবে, তখন তাহাদের মধ্যে শেষ জাতি তাহাদের প্রথম জাতি সম্বন্ধে বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! ইহারাই আমাদের বিপক্ষগামী করিয়াছিল, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও।' তিনি বলিবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ (শাস্তি) আছে কিন্তু তাহা তোমরা জান না।'

৪০। এবং তাহাদের মধ্যে প্রথম জাতি তাহাদের পরবর্তী জাতিকে বলিবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, অতএব, তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের জন্য শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ কর।'

৪১। নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, না তাহাদের জন্য আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হইবে এবং না তাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে যে পর্যন্ত না একটি উদ্ভূত সূচের ছিদ্র দিয়া অতিক্রম করে। এবং এই ভাবে আমরা অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

৪২। তাহাদের জন্য জাহান্নামের বিধান হইবে এবং তাহাদের উপরে আচ্ছাদনও (জাহান্নামের) হইবে। এবং এই ভাবেই আমরা অত্যাচারীদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

৪৩। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে— আমরা কোন আশ্রয় উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না। ইহারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَهُمْ مَا كُنتُمْ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَهُمْ لَدِ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَكَايِنَ ۝

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا
عَنَّا إِذَا أَكْرَزُوا فِيهَا جَيْعًا قَالَتْ أَخْرِجْهُمْ وَلَا تِلْهُمْ
رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَارْتِهَمْ عَلَيْنَا جُعُفًا مِنَ النَّارِ
قَالَ لِكُلِّ ضِعْفًا وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

وَقَالَتْ أُولَٰهُمُ لَأَخْرِجُهُمْ مِمَّا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ
بُعْدٍ فَفَعَلُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ كَايِبُونَ ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَلُ
لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُلَاحِظَ
أَبْصَالُ فِي سَمِّ الْجَحِيمِ وَكَذَلِكَ نُجَذِّى الْمُجْرِمِينَ ۝

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَ
كَذَلِكَ نُجَذِّى الظَّالِمِينَ ۝

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَفِّرُ عَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا
وَسَعْمَاءَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

৪৪। এবং আমরা তাহাদের অন্তর হইতে বিদ্রোহের যাহা কিছু থাকিবে উহা দূর করিয়া দিব। নহরসমূহ তাহাদের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত হইবে। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই যিনি আমাদেরকে এই (জাহান্নামের) দিকে পরিচালিত করিয়াছেন; যদি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনও হেদায়াত পাইতাম না; নিশ্চয় আমাদের প্রভুর রসূলগণ সত্য নইয়া আসিয়াছিল'। এবং তাহাদের নিকট ঘোষণা করা হইবে, 'ইহা সেই জাহান্নাম যাহার উত্তরাধিকারী করা হইল তোমাদিগকে (পুরুষস্বরূপ), সেই কর্মের জন্য যাহা তোমরা করিতে।

وَرَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَسْبُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا
كُنَّا لَهُمْ بِدُيٍّ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ
رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُّوْا أَنْ تَكْفُرَ الْجِنَّةُ أَوْ كُفُّوا
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নামবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে, 'আমাদের প্রভু আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমরা উহাকে সত্যরূপে পাইয়াছি। সূতরাং তোমরাও কি তোমাদের প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন উহাকে সত্যরূপে পাইয়াছ'। তাহারা বলিবে, 'হাঁ'; তখন একজন ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে (এই বলিয়া) ঘোষণা করিবে, 'আল্লাহর অভিসম্পাত অত্যাচারীদের উপর—

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا
مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ
حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِذَنْ مَوَدُّنَ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ
عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬। যাহারা (লোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে রুখিয়া রাখিত এবং উহার মধ্যে বক্তৃতার অনুসন্ধান করিত এবং তাহারা পরকালকে অস্বীকার করিত।

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كُفِرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং উভয়ের মধ্যে একটি পদা থাকিবে এবং আ'রাফে কিছু সংখ্যক লোক থাকিবে, যাহারা সকলকে তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিয়া লইবে। এবং তাহারা জাহান্নামের অধিবাসীগণকে ডাকিয়া বলিবে, 'তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হউক' যদিও তখন পর্যন্ত তাহারা তথ্য প্রবিত্ত হইবে না, কিন্তু তাহারা (ইহার) আশা করিতে থাকিবে।

وَبَيْنَهُمَا جَبَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا
بِسِينَتِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ
لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْعَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যখন তাহাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের প্রতি ফিরানো হইবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির সঙ্গী করিও না।' ৫৬

وَلَمَّا عُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا
عَجِبْنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আ'রাফবাসীগণ ঐ সকল লোকদিগকে ডাকিবে, যাহাদিগকে তাহারা তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিবে এবং বলিবে 'না তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসিল, এবং না উহা যাহার অহংকার তোমরা করিতে।' ৫৭

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِينَتِهِمْ
قَالُوا مَا لَكُمْ عَلَيْنَا جُعِلْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسَلِّمُونَ ﴿٤٩﴾

৫০। ইহারা কি ঐ সকল লোক যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ কখনও তাহাদের সহিত রহমতপূর্ণ ব্যবহার করিবেন না? (তাহাদিগকে আল্লাহ্ বলিবেন), 'তোমরা জাহাতে প্রবেশ কর, না তোমাদের কোন ভয় থাকিবে আর না তোমাদের কোন দুঃখ হইবে।'

৫১। এবং জাহান্নামবাসীরা জাহাতবাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও অথবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন উহা হইতে কিছু দাও'। তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ উভয় বস্তু কাফেরদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন'—

৫২। যাহারা নিজেদের ধর্মকে আমোদ-প্রমোদ এবং অসার ক্রীড়া-কৌতুক স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিল। সূতরাং আজ আমরাও তাহাদিগকে সেইরূপে ভুলিয়া যাইব যেইরূপে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং এই জনা যে, তাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে জিদ বশতঃ অস্বীকার করিত।

৫৩। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের নিকট এক কিতাব আনয়ন করিয়াছি, যাহা আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি, যাহা মো'মেন জাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ।

৫৪। তাহারা কি কেবল (সতর্কবাণী) পূর্ণতার অপেক্ষা করিতেছে, যেদিন উহার পূর্ণতা প্রকাশ পাইবে, সেদিন ঐ সকল লোক যাহারা ইতিপূর্বে ইহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, বলিবে, 'নিশ্চয় আমাদের প্রভুর রসূলগণ সত্যসহ আসিয়াছিল। আমাদের কি কোন সুপারিশকারী আছে, যাহারা আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদের কি ফেরৎ পাঠানো যাইতে পারে যেন পূর্বে আমরা যে সকল কর্ম করিতাম, উহার পরিবর্তে (পুণ্য) কর্ম করিতে পারি?' নিশ্চয় তাহারা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং তাহারা যে সকল মিথ্যা রচনা করিত তাহা তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধাও হইয়াছে।

৫৫। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু আল্লাহ্, যিনি আকাশমালা এবং পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত

أَهْوَلَهُ الَّذِينَ اتَّسَبَمُوا لَا يَبَالَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْحَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزُونَ ⑤

وَأَذَى أَصْحَابِ النَّارِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَنْ يَفْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ خَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ⑥

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ⑦

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِهِمْ هَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ⑧

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَنَا بُرْسٌ رَبِّنَا نَأْخُذُ بِهِ لَئِنْ لَنَا مِنْ شَفَاعَةٍ فَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدِّدْ فَتَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّيْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ⑨

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ لَيْلَ النَّجَارِ

করেন যাহা দ্রুতগতিতে উহাকে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রাজিকে (এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে) উহারা তাহার আদেশে সেবায় নিয়োজিত আছে। নিশ্চয় সৃষ্টি করার এবং আদেশ দেওয়ার স্বত্বাধিকার তাঁহারই, আল্লাহ্ অতীব বরকতময়, সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

يُطَلِّبُهُ حَيْنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُخَوَّضَاتٍ
بِأَمْرِهُ آلَاةُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ۝

৫৬। তোমরা তোমাদের প্রভুকে কাকুতি-মিনতি সহকারে এবং সংগোপনে ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমানাংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ۝

৫৭। এবং তোমরা পৃথিবীতে উহার শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিশ্ব্বলা করিও না এবং তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ রহমত সৎকর্মশীলগণের নিকটবর্তী।

وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ
خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

৫৮। এবং তিনি সেই সত্তা, যিনি নিজ রহমতের পূর্বে বায়ুরাশিকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠান, এমন কি উহা ভারী মেঘ বহন করে, তখন আমরা উহাকে কোন মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি; অতঃপর উহা হইতে আমরা পানি বর্ষণ করি, অতঃপর উহা দ্বারা সকল প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি — এই ভাবে আমরা মৃতগণকে বহির্গত করি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
كَذَٰلِكَ إِذَا أَقْلَتَ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ يَلِدُكَ يُدَبُّ فَأَنْزَلْنَا
بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرِجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ
الْمَيِّتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

৫৯। আর যে উত্তম ভূখণ্ড — উহার প্রতিপালকের আদেশ-ক্রমে উহাতে (প্রচুর) উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যাহা নিকৃষ্ট, উহা হইতে উৎপন্ন হয় কেবল নগণ্যই। এই ভাবেই আমরা কৃতজ্ঞ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সন্নিবেশিত করি।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي
خَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا كَذَٰلِكَ ۚ لَكَ ذَٰلِكَ نَصْرَفُ الْأَرْضَ
إِلَىٰ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

৬০। নিশ্চয় আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্ র ইবাদত কর, তিনি বাতিরেকে তোমাদের কোন মা'ব্দ নাই। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিনের শাস্তি সম্বন্ধে ভয় করি'।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمُ اعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

৬১। তাহার জাতির প্রধানগণ বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট দ্রাস্তির মধ্যে দেখিতেছি'।

قَالَ السَّلَامُونَ قَوْمِي إِنَّا لَنَرُكَ فِي صُلًى قَبِيئٍ ۝

৬২। 'সে বলিল, 'হে আমার জাতি! আমার মধ্যে কোন দ্রাস্তি নাই, বরং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন রসূল;

قَالَ يَقَوْمُ لَيْسَ بِي صُلَّةٌ ۖ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ
الْعَالَمِينَ ۝

৬৩। আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌছাইতেছি এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং আমি আল্লাহ হইতে এমন কিছু জানি যাহা তোমরা জান না;

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা কি এই কথায় বিসময় বোধ করিতেছ যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশবাণী আসিয়াছে যেন সে তোমাদিগকে সতর্ক করে এবং যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং যেন তোমাদের উপর রহম করা যায় ?

أَوْحَيْنَا أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা নৌকায় ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম। নিশ্চয় তাহারা ছিল এক অন্ধ জাতি।

كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَاعْرَفْنَاهُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং (আমরা) আদজাতির নিকট তাহাদের ভাই হুদকে (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি বাতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই; তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না ?'

وَالِىٰ عَلَيْهِمْ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বিক্রিয়ায় নিপতিত দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।'

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظَنُّكَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! আমার মধ্যে কোন নির্বিক্রিয়া নাই, বরং নিশ্চয় আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন রসূল;

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯। আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর পয়গামসমূহ পৌছাইতেছি, বস্তুতঃ আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতোপদেশদাতা।

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٩﴾

৭০। তোমরা কি এই কথায় বিসময় বোধ করিতেছ যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশবাণী আসিয়াছে, যেন

أَوْحَيْنَا أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ

সে তোমাদিগকে সতর্ক করে ? এবং স্মরণ কর (সেই সময়কে) যখন তিনি নূহের জাতির পর তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করিয়াছেন । অতএব, তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামত সমূহকে স্মরণ কর, যেন তোমরা সফলকাম হও ।'

بَعْدَ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً قَاذِرُونَ
إِلَّا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِقُونَ ①

৭১ । তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন আমরা কেবল এক আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যাহাদের উপাসনা করিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি ? সূতরাং তুমি যে বিষয়ে আমাদের দ্বয় দেখাইতেছ, যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি উহা আমাদের নিকট আন ।'

قَالُوا إِنَّمَا بُعِدْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ②

৭২ । সে বলিল, 'অবশ্যই তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর শাস্তি ও ক্রোধ পতিত হইয়াছে । তোমরা কি ঐ সকল নাম সম্বন্ধে আমার সহিত তর্ক কর, যেগুলি নামকরণ করিয়াছ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, অথচ আল্লাহ্ উহাদের পক্ষ কোন দলীল নাযেন করেন নাই; অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর এবং নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।'

قَالَ قَدْ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَصْبٌ
أُنْجِدُكُمْ فِي أَنْسَاءِ سَيِّئَتِمْ وَأَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ
مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ
مِنَ النَّاتِلِينَ ③

৭৩ । অবশেষে আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীগণকে আপন অনুগ্রহে উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং মোমেন ছিল না, আমরা তাহাদের মূল শিকড় পর্যন্ত কাটিয়া দিলাম ।

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَايِرَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ④

৭৪ । এবং আমরা সামুদ্র জাতির নিকট তাহাদের ভাই সালেহকে (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি বাতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে—ইহা আল্লাহ্র উদ্ভূত, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন; সূতরাং তোমরা ইহাকে ছাড়িয়া দাও যেন আল্লাহ্র যমীনে ইহা চরিয়া বেড়ায় এবং ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, অনাথায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদিগকে ধৃত করিবে;

وَالِى مَدَدِ آخَاهُمْ ضِلْعًا قَالَ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ مَا
لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرِهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ
اللَّهِ وَلَا تَسْخَبُوا بِسُوءِ بَيِّنَتِكُمْ عَذَابَ الْآلِئِمَةِ ⑤

৭৫ । এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর যখন তিনি আ'দ জাতির পর তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে,

وَأَذَرُوا لَهَا خَلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّكُوا
فِي الْأَرْضِ فَتَقَدُّونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَخْشَوْنَ

তোমরা উহার সমতল ভূমিতে প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করিতে এবং পাহাড়সমূহকে খনন করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতে। সূতরাং তোমরা সন্মরণ কর আল্লাহর নেয়ামতসমূহ এবং বিশৃঙ্খলাকারী হইয়া পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টি করিও না।'

الْجِبَالِ يَوْتَاءَ فَأَذْكُرُوا لِلَّهِ وَلَا تَعْسُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ④

৭৬। তাহার জাতির ঐসকল প্রধানগণ যাহারা অহংকার করিয়াছিল ঐসকল নোককে বলিল, যাহারা দুর্বল বলিয়া গণ্য হইত—যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে ঈমান আনিয়াছিল—‘তোমরা কি জান যে সালেহ্ তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে রসূল?’ তাহারা বলিল, ‘নিশ্চয়’, সে যাহা নহিয়া প্রেরিত হইয়াছে উহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি।’

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ
اسْتُضِعُوا لِمَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ اتَّعْلَمُونَ أَنَّ صَلَاحًا
مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑤

৭৭। যাহারা অহংকার করিয়াছিল, তাহারা বলিল, ‘যাহার উপর তোমরা ঈমান আনিয়াছ, আমরা নিশ্চয় উহাকে অস্বীকার করি।’

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ ⑥

৭৮। অতঃপর, তাহারা উক্তীর হাঁটুর তন্ত্রী কাটিয়া দিল এবং তাহাদের প্রভুর আদেশের অবাবাধ্যা করিল এবং বলিল, ‘হে সালেহ্! যদি তুমি রসূলদের অন্তর্গত হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি আমাদের উপর উহা আনয়ন কর যে সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাইতেছ।’

فَقَعَرُوا الشَّافَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ
نَبِينًا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑦

৭৯। অতঃপর, এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ⑧

৮০। তখন সে (সালেহ্) তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া নইল এবং বলিল, ‘হে আমার জাতি! অবশ্যই আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌছাইয়াছি এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তোমরা হিতোপদেশগণকে পসন্দ কর না।’

فَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ
رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ⑨

৮১। এবং (আমরা পাঠাইয়াছিলাম) লুতকেও, যখন সে তাহার জাতিতে বলিল, ‘তোমরা কি এমন নির্লজ্জ কাজ করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে জগদ্বাসীরা মধো কেহই করে নাই?’

وَلَوْ كُنَّا إِذْ قَالْ لَقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا نَبَّأَكُمْ
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ⑩

৮২। তোমরাই স্ত্রীলোকদের পরিবর্তে কাম-বাসনায় পুরুষদের নিকট গমন কর। বরং তোমরা এক সৌমালংঘনকারী জাতি।

إِن كُنْتُمْ تَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ⑪

৮৩। তখন ইহা ছাড়া তাহার জাতির আর কোন উত্তর ছিল না যে, তাহারা (নোকদিগকে) বলিল, 'তোমরা তোমাদের শহর হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দাও, কেননা তাহারা এমন নোক যে, নিজেদের পবিত্রতার বড়াই করিতেছে।'

৮৪। সূতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিলাম—কেবল তাহার স্ত্রী ব্যতীত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮৫। আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল (শিলা-) রৃষ্টি বর্ষণ করিলাম; অতএব দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কি হইয়াছিল।'

৮৬। এবং মিদিয়ান বাসীদের নিকট (পাঠাইয়াছিলাম) তাহাদের ভাই শোআযুবকে। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বদ নাই। অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। সূতরাং তোমরা মাপ এবং ওজন পূরা দাও এবং নোকদিগকে তাহাদের জিনিসপত্র কম দিও না এবং পৃথিবীতে উহার সংশোধনের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না; ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক;'

৮৭। এবং তোমরা রাস্তায় রাস্তায় (এই উদ্দেশ্যে) বসিয়া থাকিও না যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে ভয় দেখাও এবং আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত রাখ যাহারা তাহার উপর ঈমান আনে, এবং উহাকে বন্ধ করার চেষ্টা কর। এবং সমরণ কর যখন তোমরা স্বপ্ন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি করিলেন। এবং লক্ষ্য কর, বিশৃঙ্খলাকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

৮৮। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যদি কোন দল এরূপ থাকে, যাহারা উহার উপর ঈমান আনিয়াছে, যাহা দিয়া আমি প্রেরিত হইয়াছি এবং কোন দল এমন থাকে যাহারা ঈমান আনে নাই, তাহা হইলে ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন। এবং তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ
مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٣﴾

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٤﴾

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٥﴾

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عِزَّةٍ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْوِزَانَ وَلَا تَغْشُوا النَّاسَ أَتِلَاكُمْ
وَلَا تَفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوا نَهَايَ عِوَجًا
وَإِذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَشَرْتُمْ وَأَنْظَرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٧﴾

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِى أُرْسِلَتْ
بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ
بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯। তাহার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যাহারা অহংকার করিত, বলিল, 'হে শোআয়্ব! অবশ্যই আমরা তোমাকে এবং ঐ সকল লোককে যাহারা তোমার সহিত ঈমান আনিয়াছে, আমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে।' সে বলিল, যদি আমরা অপসন্দ করি, তবু ও কি ?

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ
يُسْعِيبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَكُونَنَّ
فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَاهِنِينَ ۝

৯০। যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাই, ইহার পরও যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে উহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইলে (ইহার অর্থ হইবে যে,) আমরা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছিলাম। এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর ইচ্ছা বাতীত উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, আমাদের প্রভু সকল বস্তুকে জান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আল্লাহর উপরই আমরা নির্ভর করি। (সূত্রাং) হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে মধ্যস্থতভাবে মীমাংসা করিয়া দাও, কেননা তুমি উত্তম মীমাংসাকারী।

قَدْ أَفْرَأْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ
إِذْ جُعِلْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝

৯১। এবং তাহার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'যদি তোমরা শোআয়্বকে অনুসরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'।

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ ابْتَغَيْتُمْ
يُسْعِيبًا إِنَّا كُمْ إِذَا الْخَيْرُونَ ۝

৯২। অতঃপর, এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপড় হইয়া পড়িয়া রহিল;

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ۝

৯৩। যাহারা শোআয়্বকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা যেন কখনও সেখানে বাস করে নাই। যাহারা শোআয়্বকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا يَفْعَلُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا
شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

৯৪। তখন সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নইল এবং বলিল, 'হে আমার জাতি! অবশ্যই আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বানী পৌছাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। অতএব, এখন আমি কিরাপে কাফের জাতির জন্য দুঃখ করিব।'।

فَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِي رَبِّي
وَصَحَّتْ كَلِمَاتِي فَأَنْتُمْ عَلَى قَوْمِكُمْ كَافِرِينَ ۝

৯৫। এবং আমরা কখনও এমন কোন জনপদে কোন নবী পাঠাই নাই যাহার অধিবাসীদিগকে আমরা অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা ধৃত করি নাই যেন তাহারা বিনয়বনস্ত হয়।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا
بِأَلْبَاسِهِمْ وَأَفْئَادِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

১৬। অতঃপর, আমরা (তাহাদের) মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় বদলাইয়াছিলাম, যে পর্যন্ত না তাহারা (ধনে-জনে) বাড়িয়া গিয়াছিল; তখন তাহারা বলিতে লাগিল, ‘আমাদের পিতৃ-পুরুষগণের উপর দুঃখ ও সূখ আসিত (আমাদের জন্য ইহা নূতন নহে)। অতএব, অকস্মাৎ আমরা তাহাদিগকে এমনভাবে স্থায়ী ধৃত করিলাম যে তাহারা বৃষ্টিতেও পারে নাই।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَمَوْا وَقَالُوا
قَدْ مَنَّ آبَاؤُنَا الضَّرَّاءَ وَالسَّرَّاءَ فَأَعَدَّ نَحْمُ بَقْتَهُ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং যদি সেই সকল শহরের অধিবাসীরা ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দ্বারা খুলিয়া দিতাম, কিন্তু তাহারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, সুতরাং তাহারা যাহা অর্জন করিয়া আসিতেছিল উহার জন্য আমরা তাহাদিগকে ধৃত করিলাম।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ
بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

১৮। এই সকল শহরের অধিবাসীরা কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি রাক্তিকালেও আসিতে পারে যখন তাহারা ঘুমন্ত থাকিবে ?

أَقَامِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٨﴾

১৯। অথবা এই সকল শহরের অধিবাসীরা কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়াছে যে, তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি পূর্বাঙ্কেও আসিতে পারে যখন তাহারা খেলা-ধনায় মত্ত থাকিবে ?

أَوْ مِن أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفًا وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿١٩﴾

১০০। তাহারা কি আল্লাহ্র পরিকল্পনা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে ? সম্রাণ রাশ, আল্লাহ্র পরিকল্পনা হইতে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ব্যতিরেকে কেহ নিজদিগকে নিরাপদ মনে করে না।

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْخَائِرُونَ ﴿٢٠﴾

১০১। তাহারা (বংশানুক্রমে) ভূমির উত্তরাধিকারী হইয়াছে উহার (পূর্ব) অধিবাসীদের পরে, তাহাদিগকে কি ইহা হেদায়াত দেয় নাই যে, আমরা চাহিলে তাহাদের পাপসমূহের জন্য তাহাদিগকেও শাস্তি দিতে পারি এবং তাহাদের হাদয়ের উপর মোহরও মারিয়া দিতে পারি, ফলে তাহারা (হেদায়াতের কথা) শুনিবে না।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَدَائِهِمْ
أَن تَوَسَّاءُ أَصْنَعُهُمْ يَذَّوْبُهُمْ ۖ وَطُغِيَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾

১০২। এইগুলি হইল ঐ সকল জনপদ, যাহাদের রক্তাক্ত হইতে কতকংশ আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং অবশ্যই তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ স্পষ্ট

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأُولَٰئِكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِهَا ۖ وَلَقَدْ
جَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِالنَّبِيِّتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوهَا ۖ

নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনয়ন করার মত নোক ছিল না—যেহেতু তাহারা ইতিপূর্বে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। আল্লাহ্ এইভাবে কাফেরদের হাদয়ের উপর মোহর মারিয়া দেন।

كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الْكَافِرِينَ ①

১০৩। আমরা তাহাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকারে (পালনকারী) পাই নাই, বরং তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা দূষ্টিপরায়ণ পাইয়াছি।

وَمَا وَجَدْنَا إِلَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا
أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ②

১০৪। অতঃপর, তাহাদের পরে আমরা মুসাকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন এবং তাহার নেতৃবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহাদের প্রতি অনায় আচরণ করিল। অতএব দেখ, বিশৃঙ্খলাকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِكِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ③

১০৫। এবং মুসা বলিল, 'হে ফেরাউন! নিশ্চয় আমি সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত রসূল;

وَقَالَ مُوسَى يُفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ④

১০৬। ইহাই ন্যায়-সঙ্গত যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য বাতীত আমি যেন কোন কিছু না বলি। আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতেই এক সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি। অতএব, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে যাইতে দাও।

حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جُنِّمُوا
بِآيَاتِهِ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ⑤

১০৭। সে (ফেরাউন) বলিল, 'তুমি যদি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তাহা হইলে উহা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।'

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ⑥

১০৮। সূতরাং সে তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, এবং কি আশ্চর্য! নিমিষে উহা এক স্পষ্ট অজগর রূপে পরিদৃষ্ট হইল।

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ⑦

১০৯। এবং সে তাহার হাত বাহির করিয়াছিল এবং কি আশ্চর্য! উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে ধূ ধূপে শুভ্র (দৃশ্যমান) হইয়া গেল।

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظُورِ ⑧

১১০। ফেরাউনের জাতির নেতৃবর্গ বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর;

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَيَهِيرٌ عَلِيمٌ ⑨

১১১। সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চাহে; এখন কি পরামর্শ দাও তোমরা?'

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَأَذًا تُأْمُرُونَ ⑩

১১২। তাহারা বলিল, 'তাহাকে এবং তাহার ডাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং শহরে-বন্দরে সমবেতকারীদিগকে পাঠাও,

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَبِيرِينَ ﴿١١٢﴾

১১৩। তাহারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে যেন তোমার সমীপে লইয়া আসে।'

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٣﴾

১১৪। এবং যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইল, (এবং) বলিল, 'আমরা জয়লাভ করিলে অবশ্যই আমাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিতে হইবে।'

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٤﴾

১১৫। সে বলিল, 'হাঁ, তদুপরি তোমরা আমার দরবারে নৈকটাপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٥﴾

১১৬। তাহারা বলিল, 'হু মুসা! তুমি কি (প্রথমে) নিষ্ক্ষেপ করিবে অথবা আমরা (প্রথম) নিষ্ক্ষেপকারী হইব?'

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ غَنَى الْمُلْقِينَ ﴿١١٦﴾

১১৭। সে বলিল, 'তোমরা নিষ্ক্ষেপ কর'। অতঃপর, যখন তাহারা নিষ্ক্ষেপ করিল, তাহারা লোকদের চক্ষু যাদু করিল এবং তাহাদিগকে ভীতি-বিহ্বল করিয়া ফেলিল এবং তাহারা এক মহা যাদু উপস্থাপন করিল।

قَالَ الْمَلَأُ فُلْتَا الْقَوْاسِحُ وَرَأَى عَمِينَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِخِزْيَانِهِمْ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং আমরা মুসার প্রতি ওহী করিলাম যে, তুমি তোমার নাতি নিষ্ক্ষেপ কর; এবং কি আশ্চর্য! উহা গ্রাস করিতে লাগিল উহাকে যাহা তাহারা মিথ্যারূপে উপস্থাপন করিতেছিল।

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ ألقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٨﴾

১১৯। তখন সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল উহা বৃথা সাব্যস্ত হইল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٩﴾

১২০। এই রূপে তাহারা তথ্য পরাস্ত হইল এবং পরিণামে নাস্তি হইল।

فَقُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغُرِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১। এবং যাদুকরেরা সেজদায় পড়িতে বাধ্য হইল।

وَألقى السَّحَرَةُ سُجُودًا ﴿١٢١﴾

১২২। তাহারা বলিল, 'আমরা ভগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম,

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। যিনি মুসা এবং হারুনের প্রভু।'

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। ফেরাউন বলিল, 'আমি তোমাদিগকে অনার্ত দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছ। নিশ্চয় ইহা এক গভীর চক্রান্ত, যাহা তোমরা সকলে মিলিয়া এই শহরে করিয়াছ, যাহাতে তোমরা সেখানে হইতে ইহার অধিবাসীদিগকে বহিষ্কার করিয়া দিতে পার, অতঃপর তোমরা অচিরেই (ইহার ফল) জানিতে পারিবে।

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمْتَمْتُمْ لِي قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَكُمُ مَكْرُومُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجُوْهَا مِنْهَا اَهْلُهَا ۚ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

১২৫। নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত-পা (অবাধতার জন্য) আড়াআড়িভাবে কাটিয়া দিব। অতঃপর, অবশ্যই তোমাদের সকলকে ক্রুশে বিদ্ধ করিব।'

لَا تَقْطَعْنَ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِىْ ثُمَّ لَا تَمِيْلِيْكُمْ اَجْمِيْنَ ۝

১২৬। তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই ফিরিয়া যাইব;

قَالُوْا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝

১২৭। এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ নইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের দৈর্ঘ্য দান কর এবং আমাদের আশ্রয়-সমপর্ণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

وَمَا تَقْرُؤُ مِنَّا اِلَّا اَنْ اَمَّا بِاَيِّ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْهُمْ رَبَّنَا اَفَرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۝

১২৮। এবং ফেরাউনের জাতি হইতে নেতৃবর্গ বলিল, 'তুমি কি মুসা ও তাহার জাতিকে ছাড়িয়া দিয়াছ যেন তাহারা ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় এবং তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদিগকে বর্জন করে?' সে বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর প্রবল।'

وَقَالَ الْمَلَاۤئِكَةُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَدْرُسُوْنِيْ وَقَوْمِيْ لِيُقْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرُوكَ وَالِهٰتِكَ ۚ قَالَ سَنُقَاتِلُ اِبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ ۝

১২৯। মুসা তাহার জাতিকে বলিল, 'তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় বিশ্বজগৎ আল্লাহরই, তিনি তাহার বান্দগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা ইহার উত্তরাধিকারী করেন, এবং (উত্তম) পরিণাম মুত্তাকীগণের জন্য।'

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُؤْتِىْهَا مَنۢ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

১৩০। তাহারা বলিল, 'আমাদের নিকট তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদের দৈর্ঘ্য দান করা হইত এবং আমাদের নিকট তোমার আগমনের পরেও (দৈর্ঘ্য দান করা হইতেছে)।' সে বলিল, 'অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে এই ভূ-পৃষ্ঠে স্থলভিষিক্ত করিয়া দিবেন, অতঃপর তিনি দেখিবেন যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।'

قَالُوْا اَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَنۡى وَرَبِّكَ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوْكُمْ وَ اَنْ يَّخْلُقَكُمْ فِى الْاَرْضِ يَنْظُرُوْكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

১৩১। এবং আমরা ফেরাউনের জাতিকে (বহু বৎসরের) অনার্যুটি এবং ফল-ফলাদির অভাব দ্বারা ধৃত করিয়াছিলাম, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ فَيْئِ الشَّرْبِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٣١﴾

১৩২। কিন্তু যখন তাহাদের উপর সুখ-শান্তি আসিত, তাহারা বলিত, 'ইহা আমাদেরই জন্য'। কিন্তু যখন তাহাদিগকে দুঃখ-দুর্দশা ক্রিষ্ট করিত তখন উহাকে তাহারা মুসা এবং তাহার সঙ্গীদের দরুণ অশুভ লক্ষণ মনে করিত। মন দিয়া শুন! তাহাদের অশুভ লক্ষণ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অবগত নহে।

فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ أَنُصِبْ سَيِّئُهُ نِظَرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّهُمْ لَظَّالِمُونَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং তাহারা বলিত, 'তুমি আমাদের নিকট যত নিদর্শনই উপস্থাপন করিবে যাহাতে তুমি উহা দ্বারা আমাদের উপর যাদু করিতে পার, আমরা কখনও তোমার উপর ঈমান আনিব না।'।

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنُشْرِكَ بِهَا مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। তখন আমরা তাহাদের উপর বড়-তুফান এবং পঙ্গপাল এবং উকুন এবং ব্যাঙ এবং রক্ত পাঠাইলাম— স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রূপে, তবুও তাহারা অহংকার করিল এবং তাহারা অপরাধী জাতিতে পরিণত হইল।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَاءَ مُفَصَّلًا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। এবং যখনই তাহাদের উপর নিদারুণ শাস্তি আপতিত হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছে, 'হে মুসা! তোমার সহিত তোমার প্রভু যে অঙ্গীকার করিয়াছেন সেই অনুযায়ী তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর; যদি তুমি আমাদের উপর হইতে এই জঘনা নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করিয়া দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সহিত পাঠাইয়া দিব।'।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُّ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُ كُنَّا رَبَّكَ بِمَا عَاهَدَ عَبْدُكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجَّ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। কিন্তু যখনই আমরা তাহাদের উপর হইতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঐ নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করিয়া দিতাম যদ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইত, কি আশ্চর্য! তখনই তাহারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিত।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجَّ إِلَىٰ آجَلٍ هُمْ بِالْغُفْوَةِ إِذَا هُمْ يَنْتُهِونَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। সূতরাং আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করিলাম, কেননা তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং উহাদের সম্বন্ধে তাহারা গাফেল ছিল।

فَانْتَقَسْنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٧﴾

কালান মালোউ-২

১৩৮। এবং আমরা সেই জাতিকে, যাহারা দুর্বল বলিয়া গণ্য হইত, সেই দেশের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম, যাহাকে আমরা আশিসমণ্ডিত করিয়াছিলাম। এবং বনী ইসরাঈলের উপর তোমার প্রভুর উত্তম বানী পরিপূর্ণ হইল, এই জন্য যে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল; এবং ফেরাউন ও তাহার জাতি যাহা কিছু শিল্পকার্য করিতেছিল এবং যাহা কিছু উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করিতেছিল, সে সকলই আমরা ধ্বংস করিয়া দিলাম।

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْخَيْرَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَخَصَّصْنَا لَهُمْ دَوْلَةً مَّا كَانَ يُصَنِّعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯। এবং আমরা বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করাইয়া দিলাম; অতঃপর তাহারা এমন এক জাতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল যাহারা তাহাদের প্রতিমাসমূহের সমুখ ধ্যানমগ্ন ছিল। তাহারা বলিল, 'হে মুসা! আমাদের জন্য একরূপ উপাস্য তৈরী করিয়া দাও যেরূপ উপাস্য তাহাদের আছে।' সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা একটি অস্ত্র জাতি;

وَمَا كُنَّا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ قَا قَوْلًا عَلَىٰ قَوْمٍ يُغْلِقُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ ۖ قَالُوا يَبْسُ أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। নিশ্চয় তাহারা যাহাতে নিপুণ আছে উহা ধ্বংস করা হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু কর্ম করিতেছে তাহা রুখা যাইবে।'

إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَّا هُمْ فِيهِ وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

১৪১। সে বলিল, 'আমি কি তোমাদের জন্য আত্মা বাতিরকে অন্য উপাস্য অনুমোদন করিব। অথচ তিনি তোমাদিগকে সকল জগতের উপর প্রেচ্ছ দান করিয়াছেন?'

قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَيْتُمْ إِلَهًا ۚ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤١﴾

১৪২। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতির হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, যাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত। এবং ইহার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য এক মহা পরীক্ষা ছিল।

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤٢﴾

১৬
[১২]
৬

১৪৩। এবং আমরা মুসাকে গ্রিশ রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম এবং ঐগুলিকে আমরা দশ (রাষ্ট্র) দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলাম। এইভাবে তাহার প্রভুর নিধারিত সময় চব্বিশ রাষ্ট্রে পূর্ণ হইল, এবং মুসা তাহার ভাই হারুনকে বলিল, 'তুমি (আমার অনুপস্থিতিতে) আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, এবং তাহাদের সংশোধন করিবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না।'

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا فِي عَشْرِ ثَمَرَاتٍ رِبَّةَ الْبَيْتِ لَيْلَةً ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। এবং যখন মূসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত স্থানে আসিল এবং তাহার প্রভু তাহার সহিত বাক্যলাপ করিলেন, সে বলিল, 'হে আমার প্রভু। তুমি আমাকে দর্শন দান কর যেন আমি তোমার দিকে তাকাইতে পারি।' তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে আদৌ দেখিতে পারিবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও; অতএব, যদি ইহা স্বস্থানে স্থির থাকে তাহা হইলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখিবে।' এবং যখন তাহার প্রভু ঐ পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতির্বিকাশ করিলেন, তিনি উহাকে চূর্ণ-বিতূর্ণ করিয়া দিলেন এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর, যখন সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল, সে বলিল, 'তুমি সকল ভ্রুটি হইতে পবিত্র, আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি এবং আমি মো'মেনগণের মধ্যে প্রথম।'।

১৪৫। তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আমার পয়গামসমূহ দ্বারা এবং কানাম দ্বারা (সমসাময়িক) সকল মানবের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলাম; অতএব, দৃঢ়ভাবে ধারণ কর যাহা আমি তোমাকে দান করিতেছি এবং কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হও।'।

১৪৬। এবং আমরা তাহার জন্য কতক ফলকের উপর প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং সব কিছুর ব্যাখ্যা লিখিয়া দিলাম। 'সূত্রের উহাদিগকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখ এবং তোমার জাতিকে আদেশ কর যেন তাহারা উহার উৎকৃষ্ট বিষয়াবলীকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে; অচিরেই আমি তোমাদিগকে দৃষ্টিপরায়ণদের আবাসস্থল দেখাইব।'।

১৪৭। অচিরেই আমি ঐ সকল লোককে আমার নিদর্শনসমূহ হইতে দূরে সরাইয়া দিব, যাহারা অনায়াসভাবে ভ্রূণে অহংকার করিয়া বেড়ায়, এবং তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শনও দেখে, তবু তাহারা উহাদের উপরে ঈমান আনিবে না; এবং যদি তাহারা ধর্মপরায়ণতার পথ দেখে, তথাপি তাহারা উহাকে পথ হিসাবে অবলম্বন করিবে না; কিন্তু যদি তাহারা বিপথগামিতার পথ দেখে, তাহা হইলে তাহারা উহাকে পথ হিসাবে অবলম্বন করিবে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা উহা সম্বন্ধে গাফেল ছিল।

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِبِيعَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ
ارِنِّيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَّرِيْكَ وَلَكِنْ اَنْظُرْ
اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيْكَ فَلَمَّا
تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا
فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ بُدِّ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

قَالَ مُوسَىٰ اِنِّي اضْطَجَعْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي
وَبِكَلَامِيْ ۚ فَخُذْ مَا اَتَيْتَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَوْحَافِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوعِظَةً وَتَفْصِيْلًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَاْمُرْ قَوْمَكَ بِاَخْذِهَا
سَادِرِيْنَكُمْ وَاَرْالْفَاقِيْنَ ۝

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَةِ الْاٰدِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ
بِعِزِّ الْحَقِّ وَاَنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا وَاَنْ
يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا وَاَنْ يَّرَوْا
سَبِيْلَ الْغٰی يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا
بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۝

১৮
[৬]

১৪৮। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে এবং পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে— তাহাদের কৃত-কর্ম নিশ্চল হইয়াছে। তাহারা যাহা করিতেছে তাহাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
إِنْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। এবং মূসার জাতি তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা তৈরী করিল একটি গোবৎস— একটি (প্রাণহীন) দেহ যাহার মধ্যে হইতে হান্না-রব বাহির হইত। তাহারা কি ইহা দেখে নাই যে, ইহা তাহাদের সহিত কথা বলে না এবং তাহাদিগকে কোনও পথে পরিচালিত করে না? তাহারা ইহাকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা ছিল মালেম।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلَافِهِمْ عِجْلًا
جَسَدًا لَهُ خُورَاءُ الْمَرْيُومِ أَنََّّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا
يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০। এবং যখন তাহারা যারপর নাই অন্তর্গত হইল এবং দেখিল যে, বস্তুতঃই তাহারা পথদ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা বলিল, 'যদি আমাদের প্রভু আমাদের উপর রহম না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'।

وَلَمَّا سَقَطَ فِي يَدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا
قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। এবং যখন মূসা ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ অবস্থায় তাহার জাতির নিকট ফিরিল, সে বলিল, 'তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে যাহা প্রতিনিষিদ্ধ করিয়াছ উহা কতইনা মন্দ! তোমরা কি তোমাদের প্রভুর আদেশের (অপেক্ষা না করিয়া পথ উদ্ভাবনের) ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করিয়াছ?' এবং সে ফলকগুলি (ভূমিতে) রাখিয়া দিল এবং নিজ প্রাতার মাথা ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। সে (হারান) বলিল, 'হে আমার মায়ের পুত্র! নিশ্চয় এই জাতি আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সুতরাং তুমি আমাকে শত্রুদের নিকট হাস্যাস্পদ করিও না এবং আমাকে অত্যাচারী জাতির অন্তর্ভুক্ত করিও না।'।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ
بَنَسًا خَلَفْتَنِي مِنْ بَعْدِي أَفَعِلْتُمْ أَمْرًا يَكْبَرُ
وَأَتَى الْأَلْوَابَ وَاتَّخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْدَةً إِلَهًُا
قَالَ ابْنُ أَمْرِ أَنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا
يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَنْشَيْتُ لِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

১৫২। সে (মূসা) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উভয়কে তোমার রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট কর, কেননা তুমিই রহমকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রহমকারী।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ
يَا وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। নিশ্চয় যাহারা গোবৎসকে (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করিয়াছে অচিরেই তাহাদের উপর তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে বর্ষিত হইবে ক্রোধ এবং ইহজীবনে জাহান্না। এবং এইভাবে আমরা মিথ্যা বটনাকারীদের প্রতিফল দিয়া থাকি।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْوِجَالَ سِبْغًا لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ دُونِ
ذَلِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٣﴾

১৮
[৮]

১৫৪। এবং যাহারা মন্দ কাজ করে এবং ইহার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৫৫। এবং যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হইল, সে ফলকগুলিকে তুলিয়া লইল, যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে তাহাদের জন্য উহার (ফলকের) লেখাগুলির মধ্যে হেদায়াত এবং রহমত ছিল।

১৫৬। এবং মূসা নিজ জাতি হইতে সত্তর জন লোককে আমাদের নির্ধারিত স্থানে এবং নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাতের জন্য বাছিয়া লইল। অতঃপর, যখন ভূমিকম্প তাহাদিগকে আঘাত হানিল, সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! যদি তুমি ইচ্ছা করিতে তাহা হইলে তুমি (ইহার) পূর্বেই তাহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতে। আমাদের মধ্য হইতে নির্বাধরা যে কাজ করিয়াছে তাহার জন্য কি তুমি আমাদের দিকে ধ্বংস করিয়া দিবে? ইহা তোমার পক্ষ হইতে এক পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নহে, ইহা দ্বারা তুমি যাহাকে চাহ পথপ্রষ্ট সাবাস্ত কর এবং যাহাকে চাহ হেদায়াত দাও; তুমি আমাদের রক্ষক, অতএব তুমি আমাদের পক্ষ কর এবং আমাদের উপর রহম কর, কেননা তুমি ক্ষমাকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম;

১৫৭। এবং তুমি আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও; নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে অনুতাপের সহিত ফিরিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'আমি যাহাকে চাহি আমার আশা দিয়া থাকি; কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে—

১৫৮। যাহারা এই রসূল, উম্মী নবীকে অনুসরণ করে, যাহার নাম তাহারা তাহাদের নিকট তওরাত ও ইনজীলে লিখিত দেখিতে পায়। সে তাহাদিগকে পূণ্য কর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করে, এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তুসমূহকে তাহাদের উপর হারাম করে এবং তাহাদের বোঝা এবং

وَالَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالَاتِ ثُمَّ كَانُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ
آمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضُّ أَخَذَ الْأَلواحَ ۖ وَفِي
نُسخِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِأَرْبَابِهِمْ يَرْجُونَ ۝

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلِيًّا قَيْنًا ۖ فَلَمَّا
أَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ
قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ
إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي
مَنْ تَشَاءُ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝
خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝

وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
إِنَّا هُنَا أَلَيْكَ قَالَ عَلَيْنَا يَا مُوسَى إِنَّا
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَلْنَاهُ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

তাহাদের পন্থার বেড়ি যাহা তাহাদের উপর চাপিয়া ছিল, তাহা তাহাদের উপর হইতে দূরীভূত করে । স্তরংগ যাহারা তাহার উপর ইমান আনিয়াছে এবং তাহাকে সম্মান ও সমর্থন দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে এবং সেই নুরের অনুসরণ করিয়াছে যাহা তাহার সহিত নায়েন করা হইয়াছিল —ইহারাই সফল কাম ।'

وَالْأَغْلَلِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ
عَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُبْلَغُونَ ﴿٥٨﴾

১৫৯। কৃষি বল, হে মানবজাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রসূল, যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি বাতিলত কোন মাবুদ নাই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর এবং তাঁহার এই রসূল, উম্মী নবীর উপর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ এবং তাঁহার বাণী সমূহের উপর, এবং তোমরা তাহাকে অনুসরণ কর যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جِئْتُ بِالْحَقِّ
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ-
يُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْحَنِيفَ الْأَوْفَى الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾

১৬০। এবং মূসার জাতির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে
যা হারা সত্যের সাহায্যে (লোকদিগকে) পথ প্রদর্শন করে এবং
উহার সাহায্যে ন্যায় বিচার করে।

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنَةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

১৬৮। এবং আমরা তাহাদিগকে বারুটি গোড়ে বিভক্ত করিলাম স্তম্ভ সম্প্রদায়রূপে। এবং মসার জাতি যখন তাহার নিকট পানি চাহিয়াছিল তখন আমরা তাহার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) যে, 'তুমি তোমার নাতি দ্বারা ঐ পাথরের উপর আঘাত কর,' অতঃপর, উহা হইতে বারুটি বরপা নির্গত হইয়া সজোরে প্রবাহিত হইল, প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব ঘাট চিনিয়া নহিল। এবং আমরা তাহাদের উপর মেঘের দ্বারা করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের জন্য মাদ্রা এবং সালওয়া নায়েল করিয়াছিলাম (এবং আমরা বলিয়াছিলাম) 'আমরা তোমাদিগকে যে পবিত্র রিস্ক দিয়াছি উহা হইতে খাও; এবং তাহারা আমাদের উপর অত্যাচার করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করিতেছিল।

وَقَطَعْنَاهُمْ أَشْجَةَ عَصَاكَ أَمَّا أُورُخِيمَا
إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ أَضْرِبَ بِصَاحِهِ
الْحَجَرَةَ فَأَنْجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ
عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَقَرَّهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّعَامَ
وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلْوَى كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٥﴾

১৬২। এবং (সমরণ কর সেই সময়ে) যখন তাহাদিগকে বনা হইয়াছিল, "তোমরা এই শহরে বসবাস কর এবং উহা হইতে যত্বে আহার কর এবং বন, '(হে আল্লাহ ! আমাদের) বোকা হানকা করিয়া দাও,' এবং বিনয়ের সহিত দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ কর, আমরা তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিব, নিশ্চয় আমরা সংকর্শনীলগণকে সমুদ্র করিব।"

وَأَقِيلْ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا
حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَدًا
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سِرَّيْنِ ۝

১৬৩। কিন্তু তাহাদিগকে যে কথা বলা হইয়াছিল উহার পরিবর্তে তাহারা—যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে অত্যাচার করিয়াছিল—অন্য এক কথা বদলাইয়া ফেলিল, সুতরাং আমরা তাহাদের উপর আকাশ হইতে জঘন্য শাস্তি প্রেরণ করিলাম কেননা তাহারা অত্যাচার করিয়াছিল।

২০
[৫]
১০

১৬৪। এবং তুমি তাহাদিগকে সেই শহর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর যাহা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল, যখন তাহারা সাবাতের হুকুম লংঘন করিত, যখন তাহাদের মাছ তাহাদের সাবাতের দিনে (পানিতে ভাসিয়া) তাহাদের নিকট আসিত এবং যে দিন তাহারা সাবাত পালন করিত না, তাহাদের নিকট উহারা আসিত না, এইভাবে আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম কেননা তাহারা দুষ্কর্ম করিত।

১৬৫। এবং যখন তাহাদের একদল (অনাদলকে) বলিল, 'তোমরা কেন এমন এক ভাতিকে উপদেশ দিতেছ, যাহাদিগকে আল্লাহ্ ধ্বংস করিতে অথবা কঠোর শাস্তি দিতে চলিয়াছেন? তাহারা বলিল, 'তোমাদের প্রভুর সম্মুখে (দোষমুক্ত হওয়ার) অভ্যুত্থান পেশ করার জন্য এবং যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।'।

১৬৬। অতঃপর, তাহাদিগকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, যখন তাহারা উহা ভুলিয়া গেল, তখন আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম যাহারা মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিত এবং আমরা যানেমদিগকে এক কঠোর শাস্তিতে ধৃত করিলাম—কেননা তাহারা দুষ্কর্ম করিত।

১৬৭। অতঃপর, যে বিষয় হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল যখন তাহারা উহাকে বিদ্রোহিতাপর্বক ন্যম্য করিল, তখন আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, লাঞ্চিত বানর হইয়া যাও।

১৬৮। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করিলেন যে, নিশ্চয় তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদিগকে অভীক্ষিত করিতে থাকিবেন, যাহারা তাহাদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিতে থাকিবেন; নিশ্চয় তোমার প্রভু শাস্তি দানে বড়ই তৎপর এবং নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

قَبَّلَ الَّذِينَ الَّذِينَ فَلَمَّا قَالُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ قَارَ سَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿٢٠﴾

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَافِظَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي النَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَاعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كُنُوزُكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢١﴾

وَإِذْ قَالَتْ اُفٍّ مِنْهُمْ لِمَ تَأْتِيهِمْ رِجْزُكَ يَا إِلَهُ الْمُهِلِكِينَ أَوْ مَعِدَ بَعْضُهُمْ عِدًّا لِأُخْرَى قَالُوا مَعِدَّةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَعَلَّاهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾

فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ اتَّخَذْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّرِّ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعِدَابٍ يَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٣﴾

فَلَمَّا عَتَا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ فَلَمَّا لَهُمْ لُزُومًا فَدَدُوا خِيبِينَ ﴿٢٤﴾

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَإِنَّ لَ لَغَفْوَرًا رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

১৬৯। এবং আমরা তাহাদিগকে (পৃথক পৃথক) জাতিতে বিভক্ত করিয়া তু-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া দিলাম, তাহাদের মধ্যে কতক আছে পুণ্যবান এবং তাহাদের মধ্যে কতক আছে ইহা হইতে অন্য রকম। এবং আমরা তাহাদিগকে ডান এবং মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিলাম যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْثًا مِنْهُمْ الْقَائِلُونَ وَهُمْ
دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالشَّيَاطِئِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿١٦٩﴾

১৭০। কিন্তু তাহাদের পরে (স্বারাপ) বংশধর তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল, যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইল। তাহারা এই তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ গ্রহণ করিল এবং বলিল, 'নিশ্চয় আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে।' কিন্তু তাহাদের নিকট (পুনরায়) যদি উহার অনুরূপ আরও সম্পদ আসে তাহা হইলে তাহারা উহাও গ্রহণ করিবে। তাহাদের নিকট হইতে কি কিতাবের অঙ্গীকার লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে সত্য বাতিরকে (কিছু) বলিবে না? যাহা কিছু উহাতে আছে তাহা তাহারা পাঠ করিয়াছে। এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য পরকালের আবাস অতি উত্তম। তবুও কি তোমরা বৃদ্ধি-বিবেচনা করিবে না?

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ
عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ
يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ
الْكِتَابِ أَنْ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا
فِيهِ وَالذَّارِ الْأُخْرَى خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭১। এবং যাহারা কিতাবকে মযবুত ভাবে ধরিয়া আছে এবং নামায কয়েম করে, নিশ্চয় আমরা পুণ্যবানগণের প্রস্তুতকারকে কখনও বিনষ্ট করিব না।

وَالَّذِينَ يُسَيِّئُونَ بِالْكِتَابِ وَآقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا
لَا نُنْصِفُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧١﴾

১৭২। এবং যখন আমরা পাহাড়কে তাহাদের উপর দৌলুদামান করিয়াছিলাম যেন ইহা একটি সামিয়ানা, এবং তাহারা মন করিয়াছিল যে, উহা তাহাদের উপর পতিত হইবে, (আমরা বলিলাম) আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা শক্ত ভাবে ধরিয়া রাখ এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা তোমরা সমরণ কর যেন তোমরা মুতাকী হইতে পার।

وَإِذْ تَنْقَنَّا الْجِبَبَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ
وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا
فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩। এবং (সমরণ কর) যখন তোমার প্রভু আদম-সন্তানগণের নিকট হইতে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধর গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের নিজেদের উপর সাক্ষী দাঁড় করাইলেন (এই বলিয়া যে), 'আমি কি তোমাদের প্রভু নহি?' তাহারা বলিল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী দিতেছি।' (তিনি ইহা এই জন্য করিয়াছেন) পাছে তোমরা কিয়ামত দিবসে না বল, 'আমরা এই সম্বন্ধে পাক্ষক ছিলাম।'।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى
شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪। অথবা (পাছে) তোমরা বন, নিশ্চয় ইতিপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণ শিরক করিয়া আসিতেছিল এবং আমরা তাহাদের পরবর্তী বংশধর ছিলাম। অতএব, তুমি কি মিথ্যাবাদীরা যাহা কিছু করিয়াছে আমাদিগকে উহার দরুণ ধংস করিবে?

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً
مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْبَاطِلُونَ ﴿٧٤﴾

১৭৫। এবং এইভাবে আমরা নিদর্শনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি যেন তাহারা (উপদেশ গ্রহণ করে এবং সৎ পথে) ফিরিয়া আসে।

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٥﴾

১৭৬। এবং তুমি তাহাদের নিকট তাহার রূডান্ত পাঠ করিয়া শুনাও, যাহাকে আমরা আমাদের বহু নিদর্শন দিয়াছিলাম—কিন্তু সে উহা হইতে স্থগিত হইয়া গিয়াছিল; অতঃপর শয়তান তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

وَأَنذِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَخَ مِنْهَا
فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٧٦﴾

১৭৭। এবং যদি আমরা চাহিতাম তাহা হইলে উহা দ্বারা আমরা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল এবং নিজ মন্দ বাসনার অনুসরণ করিল। তাহার দৃষ্টান্ত ঐ ভূকর্তা কুবুরের দৃষ্টান্তের ন্যায়—যদি তুমি উহাকে তাড়া দাও সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে, যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া দাও তবুও সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে। এই হইল ঐ জাতির দৃষ্টান্ত, যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তুমি ঐ রূডান্ত (তাহাদের নিকট) বর্ণনা কর যেন তাহারা চিন্তা করে।

وَلَوْ شِئْنَا لَوْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ هُودَهُ نَمَسُّهُ كُنُوسٌ الْكَافِرِ إِنْ تَحِلَّ عَلَيْهِ
يَلْهَثُ أَوْ تَتَرَكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٧﴾

১৭৮। সেই জাতির দৃষ্টান্ত অতি মন্দ যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপরই অত্যাচার করিয়াছে।

سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَاذِبُونَ
يُظْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

১৭৯। যাহাকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেন, সে-ই প্রকৃতপক্ষে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট হইতে দেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারা-ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ
هُدًى ۚ وَهُوَ الْخَاسِرُونَ ﴿٧٩﴾

১৮০। এবং নিশ্চয় আমরা জিন্ ও ইনসান হইতে এমন অনেককে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের পরিণাম জাহান্নাম। তাহাদের অন্তঃকরণ আছে যদ্বারা তাহারা বুঝে না এবং

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ

তাহাদের চক্ষু আছে যদ্বারা তাহারা দেখে না, তাহাদের কণ্ঠ আছে যদ্বারা তাহারা শ্রবণ করে না। তাহারা চতুঃপদ জন্তুর মত, বরং তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর পথদ্রষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাহারা (সম্পূর্ণরূপে) গাফেল।

১৮১। এবং সকল উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং তোমরা এইগুলি দ্বারা তাহাকে ডাক। এবং যাহারা তাহার নামসমূহের ব্যাপারে সঠিক পথ হইতে দ্রষ্টে, তাহাদিগকে পরিভ্রাণ কর। তাহারা যে কর্ম করে অচিরেই তাহাদিগকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে।

১৮২। এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একদল আছে, যাহারা (লোকদিগকে) সত্যের সাহায্যে হেদায়াত দেয় এবং উহা দ্বারা ন্যায় বিচার করে।

১৮৩। এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে আমরা তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এমন পশু দিয়া (ধ্বংসের দিকে) টানিয়া নইয়া যাইব যাহা তাহারা জানে না।

১৮৪। এবং আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি, নিশ্চয় আমার কৌশল সুদৃঢ়।

১৮৫। তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সঙ্গীর মধ্যে পাপনামীর কিছু নাই? সে তো শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

১৮৬। তাহারা কি আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর কর্তৃত্বের প্রতি এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতি যাহা আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন মনোনিবেশ করে না এবং (ইহার প্রতিও) যে, হয়তো তাহাদের ধ্বংসের নির্দিষ্ট কাল নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে? অতঃপর, তাহারা ইহার পর আর কোন কথায় ঈমান আনিবে?

১৮৭। আল্লাহ্ যাহাকে পথদ্রষ্ট সাবাস্ত করেন তাহার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নাই। এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের গুণাত্মকতার মধ্যে দিশাহারা অবস্থায় ঘুরিবার জন্য ছাড়িয়া দেন।

১৮৮। তাহারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, উহা কখন সংঘটিত হইবে? তুমি বল, “উহার জ্ঞান একমাত্র আমার প্রভুর নিকট আছে। তিনি বাত্বিরেকে তনা

بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَانُوا فِيهَا
بَلْ هُمْ أَصْلٌ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ①

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ
يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ③

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا
يَعْلَمُونَ ④

وَأَنذِرْ لَهُم مِّنْ كَيْدِنَا يُصِيبُونَ ⑤

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حَذَرٍ إِن هُوَ إِلَّا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑥

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَن عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ
أَجَلُهُمْ فَمَا يَذَّكَّرُونَ ⑦

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَلُونَ ⑧

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِئُهَا بُرْهَانٌ إِلَّا هُوَ تُفْعَلُ فِي

কেহ ইহার সময়ে ইহার প্রকাশ ঘটাইতে পারে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর উপর উহা গুরুভার হইবে। ইহা তোমাদের উপর কেবল আকস্মিকভাবেই আসিবে।' তাহারা তোমাকে এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করে যেন তুমি উহা সবিশেষ অবহিত আছ। 'তুমি বল, 'উহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটে আছে; কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা অবগত নহে।'

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْآيَةُ يَسْأَلُونَكَ
كَأَنَّكَ حَقٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

১৮৯। তুমি বল, 'আমি আমার নিজের জন্য, না লাভের মানিক, এবং না ক্ষতির, আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহা বাতিরকে। এবং যদি আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতাম তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রচুর কল্যাণের অধিকারী হইতাম এবং কোন অনিষ্টই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি প্রে সকল লোকের জন্য কেবল সতর্ককারী এবং সুসংবাদাতা, যাহারা ঈমান আনে।'

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا تَسْأَلُونَنِي مِنَ الْخَبِيرِ
وَمَا مَنَعَنِي النَّوَى إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾

১৯০। তিনিই তোমাদিগকে এক আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেন সে তাহার নিকট আরাম ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। অতঃপর, যখন সে তাহাকে সঙ্গমাচ্ছন্ন করিয়া লয় তখন সে এক লম্বুভার ধারণ করে এবং উহা লইয়া চলাফেরা করে। অতঃপর, যখন সে ভারাক্রান্ত হয়, তখন তাহারা উভয়েই তাহাদের প্রভু আল্লাহর নিকট দোয়া করে (এই বলিয়া), 'যদি তুমি আমাদের উত্তম (সন্তান) দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বাদ্যদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَمَّدَهَا حَنَلًا
خَافَتْ مِنْهَا فَهِيَ تَقُولُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمَكِينِ
لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكَ سَيِّئَاتِكَ
وَلَنُؤْتِيَنَّكَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٧﴾

১৯১। কিন্তু যখন তিনি তাহাদিগকে উত্তম (সন্তান) দান করেন, তখন তাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে প্রে (সন্তান) সম্বন্ধে যাহা তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন। অথচ আল্লাহ্ উহা হইতে (বহু) উর্ধ্ব যাহা তাহারা (তাঁহার সহিত) শরীক করে।

فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهَا
فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٨﴾

১৯২। তাহারা কি (তাঁহার সহিত) উহাদিগকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাহারাই সৃষ্টি?

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٥٩﴾

১৯৩। এবং না তাহারা তাহাদিগকে কোন সাহায্য করিতে পারে এবং না তাহারা নিজেদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرٌ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٦٠﴾

১৯৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে ডাক, তাহারা তোমাদের অনুগমন করিবে না। তোমরা তাহাদিগকে ডাক বা নীরব থাক, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান।

وَأَن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
أَدْعَوْهُمْ أَمْ لَا لَأَن تَدْعُوهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦١﴾

১৯৫। আল্লাহকে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে ডাক, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের মত বান্দা। সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ডাকিতে থাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ডাকের উত্তর দান করুক।

১৯৬। তাহাদের কি পা আছে যদ্বারা তাহারা চলে, অথবা তাহাদের কি হাত আছে যদ্বারা তাহারা ধরে, অথবা তাহাদের কি চক্ষু আছে যদ্বারা তাহারা দেখে অথবা তাহাদের কি কান আছে যদ্বারা তাহারা শোনে? তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদিগকে ডাক, অতঃপর সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁট এবং তোমরা আমাকে অবকাশ দিও না

১৯৭। নিশ্চয় আমার রক্ষাকর্তা সেই আল্লাহ যিনি এই মহাপ্রহু অবতীর্ণ করিয়াছেন, এবং তিনিই সৎকর্মশীলদিগকে রক্ষা করেন।

১৯৮। এবং তাহারা, যাহাদিগকে তোমরা ডাক তাহারা পরিবর্তে, তোমাদিগকে সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখে না, এবং না তাহারা নিজদিগকে সাহায্য করিতে পারে।'

১৯৯। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে ডাক, তাহারা স্তম্ভিত না, এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ যেন তাহারা তোমার প্রতি তাকাইয়া আছে অথচ তাহারা দেখে না।

২০০। (হে নবী!) তুমি সদা মার্জনার নীতি অবলম্বন কর এবং ন্যায়-নীতির আদেশ দাও এবং অভ্যুলোদিগের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

২০১। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

২০২। নিশ্চয় যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যখন শয়তানের পক্ষ হইতে কোন কুমন্ত্রণা তাহাদিগকে আক্রান্ত করে, তখন তাহারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে এবং দেখ। অকস্মাৎ তাহারা (সঠিকভাবে) দেখিতে আরম্ভ করে।

২০৩। এবং তাহাদের (কাফরদের) দ্রাঘতরঙ্গ তাহাদিগকে বিপর্যয়মিতার দিকে টানে এবং তাহারা (তাহাদের চেষ্টায়) কোন দ্রুতি করে না।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَشْكَالُكُمْ
فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ①

أَلَهُمْ أَجَلٌ يَتَّقُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ آذُنٌ يَحْكُمُونَ بِهَا?
أَمْ لَهُمْ آيَاتٌ يَبْحَثُونَ بِهَا? أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا? قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ كَمَا دُعَيْتُمْ رَبَّكُمْ فَلَا تَنْظُرُونَ ②

إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ فِي الْحَقِّ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ
الصَّالِحِينَ ③

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ
وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ④

وَأَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْعَوْا وَتَرْكُهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ⑤

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ⑥

وَإِنَّمَا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑦

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ
تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ⑧

وَإِنْوَالَهُمْ مُلْكٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أَعْلَىٰ تَرْكٌ لَا يَقْصِرُونَ ⑨

২০৪। এবং যখন তুমি তাহাদের নিকট কোন (তাজা) নিদর্শন না আন তখন তাহারা বলে, 'তুমি কেন উহার উদ্ভাবন করিয়া আনিবে না?' তুমি বল, 'আমি শুধু উহার অনুগমন করি যাহা আমার প্রভুর পক্ষ হইতে আমার প্রতি ওহী করা হয়; এইগুলি মো'মেন জাতির জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সমুজ্জ্বল প্রমাণ, হেদায়াত এবং রহমত।'

২০৫। এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা উহা কান পাতিয়া শুন এবং নিরব থাক যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

২০৬। এবং তুমি স্মরণ কর তোমার প্রভুকে নিজ অন্তরে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এবং তুমি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

২০৭। নিশ্চয় যাহারা তোমার প্রভুর নিকটে আছে তাহারা তাঁহার ইবাদত হইতে অহংকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া না, বরং তাহারা তাঁহার মহিমা কীর্তন করে এবং তাঁহার সম্মুখে সেজদা করে।

وَإِذَا أُنذِرْتُمْ تَاجِرِينَ فَإِذَا زُلْزِلَتْ الْأُمُومَاتُ يَنْصَرِفُونَ إِلَّا طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَتَّبِعُونَ آلَ فِرْعَوْنَ وَمِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٢٠٤﴾

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٥﴾

وَإِذْ ذُكِّرْتُمْ فِي نَفْسِكُمْ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً ذُرِّمُوا الْفُجُورَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٦﴾

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْخَرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحْشِرُونَ لَهُ وَيَسْجُدُونَ ﴿٢٠٧﴾